তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৯

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে কাজ করতে হবে**

**--- সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবে ‘প্রবীণ কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, দেশের যা উন্নয়ন ও অগ্রগতি তা আওয়ামী লীগের হাতেই হয়েছে। ক্যু এর মাধ্যমে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল তারা মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে। তারা দেশের কল্যাণে কিছুই করেনি। তিনি আরো বলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে আজকের প্রবীণরাই নেতৃত্ব দিয়েছে। মনের শুভ বোধ জাগ্রত করে প্রবীণবান্ধব সমাজ গঠনে কাজ করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ডা. এ এন নাসিম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন এবং সমাজকল্যাণ সচিব ও ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন ।

#

জাকির/সিরাজ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৮

**রাষ্ট্রপতির সাথে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ পাওয়ায় রাষ্ট্রপতি তাঁকে অভিনন্দন জানান। নতুন কর্মক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যও কামনা করেন রাষ্ট্রপতি ।

সাক্ষাৎকালে নতুন মুখ্য সচিব তাঁর দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭১৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৭

**ভূমি সচিব ও তাঁর দলের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২’ অর্জন**

**প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

‘অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ’ সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ ও তাঁর দল সরকারি সাধারণ ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২’ অর্জন করেছে। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নির্দেশে ‘অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ’ সিস্টেম উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

দলের অন্য সদস্যরা হলেন--ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার দাস, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাজমা মোবারেক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ।

গতকাল সোমবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক থেকে তাঁরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২২’ ও সনদ গ্রহণ করেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও হয়রানি হ্রাসসহ ভূমি অফিসের দুর্নীতি কমাতে এবং ভূমি অফিসের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থাপিত অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সিস্টেম এই বছর আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ উইসিস পুরস্কার ২০২২-ও অর্জন করে।

উদ্বোধনের পর এ পর্যন্ত প্রায় ৪ কোটি ১০ লাখ হোল্ডিং ডাটা ম্যানুয়াল থেকে ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে। অনলাইন দাখিলা (রশিদ) প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

বর্তমানে অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের হটলাইন ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে অথবা ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd এ অথবা ‘ভূমি উন্নয়ন কর’ মোবাইল আ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই এনআইডি নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে তাদের ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করছেন।

ভূমি মালিকগণ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে কিউআর কোড-সমৃদ্ধ যে দাখিলা পাচ্ছেন তা ম্যানুয়াল পদ্ধতির দাখিলার সমমানের এবং সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। এছাড়া, এ সিস্টেমের ফলে একদিকে একজন জমির মালিক রেজিস্ট্রেশন না করেও তার এনআইডি দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন কিংবা অটো-জেনারেটেড করের দাবির পরিমাণের বিষয়ে আপত্তি তারা জানাতে পারছেন। এনআইডি নাম্বার দিয়ে একজন জমির মালিকের সকল তথ্য এই সিস্টেম থেকে জানা সম্ভব। অন্যদিকে, ভূমি অফিসের রেজিস্টারসমূহও ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে এবং ভূমি অফিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে আস্থার।

উল্লেখ্য, ‘অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ' সিস্টেম স্থাপনের পূর্বে ভূমি মালিক তথা জনসাধারণ হয়রানির শিকার হতেন। ঐ সময় এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ শতাংশ ব্যক্তি এভাবে ভূমি অফিসের দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন।

#

নাহিয়ান/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৫

**প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত পরিপূর্ণতা আনা সরকারের লক্ষ্য**

**--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

সাভার, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত পরিপূর্ণতা আনা সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ সাভারে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মিলনায়তনে ইনস্টিটিউটের ‘বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ২০২২’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার বিশাল ভূমিকা রয়েছে। দুধে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও দেশে মাছ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই শুধু না কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হচ্ছে। এক সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল উন্নয়ন বৃদ্ধি করা, এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু উন্নয়ন নয়, টেকসই উন্নয়ন। মাংস,ডিম, মাছ, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিই শুধু নয়, এ খাতে গুণগত পরিপূর্ণতা আনা সরকারের লক্ষ্য। যেটা টেকসই উন্নয়নের একটা অংশে পরিণত হবে।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ সুবর্ণ এবং লবণসহিষ্ণু বিএলআরআই ঘাস-৫ প্রযুক্তি দু’টি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, দেশে মাংসের চাহিদা অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে। এ জন্য সরকার গবেষণাগার গুরুত্ব দিচ্ছে। বিএলআরআই মিট চিকেন-১ সুবর্ণ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের নতুন সৃষ্টি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটি আমাদের বড় ধরনের সাফল্য। এ জাত দ্রুত বর্ধনশীল ও দেখতে অনেকটাই দেশি মুরগির মতো বিভিন্ন রংয়ের। এটি দেশি আবহাওয়ায় পালন উপযোগী ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল একটি জাত। এর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। এ জাত সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এটি দেশীয় মুরগির চাহিদা মেটাতে পারবে। অপরদিকে লবণাক্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলে লবণসহিষ্ণু বিএলআরআই ঘাস-৫ চাষের মাধ্যমে এসব অঞ্চলের প্রাণিসম্পদের জন্য খাদ্যের যোগান সহজ হবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ টি এম মোস্তফা কামাল ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই’র পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।

দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএলআরআই এর মোট ৭৩ টি গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশি আবহাওয়ায় পালন উপযোগী ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) এবং লবণসহিষ্ণু বিএলআরআই ঘাস-৫ জাত দু’টি প্রযুক্তি আকারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

#

ইফতেখার/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৪

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে ২ হাজার ৮৩৬ শ্রমিককে ১৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকা সহায়তা দেয়া হবে**

**--শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে   
প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ২ হাজার ৮৩৬ জন শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সহায়তা হিসেবে ১৭ কোটি ৬৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা সহায়তা দেয়া হবে।

আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২৬তম বোর্ড সভায় এ সহায়তার অনুমোদন দেয়া হয়।

সভায় দূরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত ১১৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা, দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত ২ হাজার ৫৭৮ জন শ্রমিক চিকিৎসার জন্য ১৫ কোটি ৭৮ লাখ ৪৫ হাজার টাকা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় ৯৭ জনকে শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ৪৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা সহায়তা দেয়া হবে। এছাড়া ৪৭ জন শ্রমিকের মৃত্যুজনিত এবং চিকিৎসার জন্য জরুরি সহায়তা হিসেবে ২৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে বোর্ড সভায় সেটারও অনুমোদন দেয়া হয়।

সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী অসহায় শ্রমিকদের কল্যাণে বছরান্তে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ দশমিক ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদানের জন্য কোম্পানি মালিকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য মালিকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির মালিকগণ যাতে এ তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান করেন তার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যন্ত এ তহবিলে ৩০৬টি কোম্পানি তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত জমা দিচ্ছে। বর্তমানে এ তহবিলে স্থিতির পরিমাণ প্রায় ৮০২ কোটি টাকা।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মিনা মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মহিদুর রহমান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুব্রত শিকদার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ সালাউদ্দিন, শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক বেলাল হোসেন শেখ, বাংলাদেশ এমপ্লেয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুখ আহমেদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রহিমা আক্তার সাথী সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭১৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৩

**প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে**

**--শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

       শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই সুশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

       আজ রাজধানীর মিরপুর এলাকায় মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মূল ক্যাম্পাসে আয়োজিত নতুন ভর্তির লটারি-২০২৩ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

       শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ অত্যন্ত মনোরম ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যথাযথ নিয়মকানুন মেনে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলেই এসএসসি ও এইচএসসিসহ অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষায় নিয়মিত গৌরবোজ্জ্বল ফলাফল অর্জনের পাশাপশি সার্বিক বিবেচনায় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

       প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য সময়ের চাহিদা মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক সাইন্স ল্যাব, আইটি সেন্টার, মেডিকেল সেন্টার, এমবিবিএস ডাক্তার, নার্স, সাধারণ গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ গ্রন্থাগার, ক্যান্টিন, নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী একটি কুচক্রী মহল ঈর্ষান্বিত হয়ে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারসহ শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও এটি তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে, এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

             পরে প্রতিমন্ত্রী নতুন ভর্তির লটারি-২০২৩ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এবং তাঁর উপস্থিতিতেই অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে এই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

       মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের এডহক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এ কে এম দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ হোসেন বক্তৃতা করেন। এসময় বিভিন্ন ব্রাঞ্চের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুল/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭১৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৬

**নাম ও জন্মসনদের নম্বর পরিবর্তন করে আবেদন করা শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন না**

**--শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

জন্ম নিবন্ধনে নাম কিংবা জন্ম সনদের নম্বর ভিন্ন করে একাধিক আবেদনকারীদের ভর্তি করা হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ডিজিটাল লটারির ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, এ পর্যন্ত পাঁচটি আবেদন পাওয়া গেছে যারা জন্ম নিবন্ধনের নাম এদিক ওদিক করে, জন্ম সনদের নম্বর ভিন্ন করে একাধিক আবেদন করেছেন। এগুলো যারা করেছেন সকলেই ধরা পড়বেন। কারণ ভর্তির সময় জন্ম নিবন্ধন যাচাই করেই ভর্তি করানো হবে। এসব শিক্ষার্থী কোনোভাবেই ভর্তি হতে পারবে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে প্রতিবছর হতো ভর্তি যুদ্ধ। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হতো। একটা শিশু ভর্তি হতে এসেই হতাশ হয়ে যেতো। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতো। এখন সেটা আর হচ্ছে না।  
শিক্ষার্থীর চেয়ে আসন সংখ্যা বেশি আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কেউ বাদ যাবে না। কারণ শিক্ষার্থীর থেকে আসন বেশি। এখন মেধার সমতা হবে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। এতে সময় ও অর্থ দুটাই সাশ্রয় হয়েছে। এই লটারি শিক্ষাব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনছে। যারা এখনো লটারিতে আসেনি, তাদেরও লটারিতে আনার চেষ্টা চলছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খালেদা আক্তার, টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম হাবিবুর রহমানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও টেলিটকের ঊধ্বর্তন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছর দেশের বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৯ লাখ ২৫ হাজার ৭৮০টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে মাত্র দুই লাখ ৬০ হাজার ৯৩৩টি। ফলে বেসরকারি আসন খালি থাকবে ৬ লাখ ৬৪ হাজার ৮৪৭টি।

আর সরকারিতে ১ লাখ ৭ হাজার ৮৯০টি শূন্য আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৬ লাখ ২৬ হাজার ৫৯টি। সেই হিসেবে প্রতি আসনে ভর্তি হতে লড়েছে ৫ দশমিক ৮ জন শিক্ষার্থী। সরকারি স্কুলে ভর্তিতে লটারির ফল প্রকাশ হয়েছে গতকাল সোমবার (১২ ডিসেম্বর)।

#

খায়ের/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৭১৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১২

**বিনিয়োগ বিকাশে এক সাথে কাজ করবে বিডা ও ব্রিজ টু বাংলাদেশ**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর কনফারেন্স হলে, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও ব্রিজ টু বাংলাদেশ এর মধ্য এক সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে “বিনিয়োগ বিকাশে এক সাথে কাজ করবে বিডা ও ব্রিজ টু বাংলাদেশ” বলে মন্তব্য করেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডার নির্বাহী সদস্য মতিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে গত একযুগে বাংলাদেশ পুরোপুরি পাল্টে গেছে, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো উন্নয়ন, মাথাপিছু আয়, রাজনৈতিক স্থিরতা প্রতিটি সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়ন বাংলাদেশকে এখন বিনিয়োগের সেরা গন্তব্যে পরিণত করেছে। তাছাড়া আমাদের রয়েছে বিশাল ডোমেস্টিক মার্কেট এবং তারুণ্য শক্তি, যা বিনিয়োগকারীদের কাছে অনেক বেশি কাক্সিক্ষত।

তিনি আরো বলেন, আজ বিডা ও ব্রিজ টু বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ফলে বহিঃবিশ্বে বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে ব্র্যান্ড বাংলাদেশের প্রচার এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ সুবিধাগুলো তুলে ধরা আরো সহজ হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশে আরো বেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিডার নির্বাহী সদস্য মতিউর রহমান বলেন, এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বিনিয়োগ বিকাশের গতি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের অর্থ প্রেরণ আরো বেশি সহজ হবে।

এ সময়ে ব্রিজ টু বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদুল চৌধুরী শন বলেন, ‘বিডা’র সাথে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত, এখন থেকে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোড শো আয়োজনসহ বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ তুলে ধরা ও বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে কাজ করব, ইতিমধ্যে আমরা এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।‘

উল্লেখ্য যে, সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বিডা’র নির্বাহী সদস্য মোঃ মতিউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) ও ব্রিজ টু বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদুল চৌধুরী শন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে বিডা ও ব্রিজ টু বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সংবাদ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

প্রশান্ত/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১১

**বোমা রাখা অফিসে তন্ন তন্ন তল্লাশিই স্বাভাবিক**

**--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘যে বিএনপি অফিসে তাজা বোমা পাওয়া গেছে, সেই অফিস যে তন্ন তন্ন করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তল্লাশি করবে এটাই স্বাভাবিক। বোমার সাথে সেখানে গ্রেনেডও আছে কি না বা জিয়াউর রহমান কিংবা খালেদা জিয়ার ফটোর বাক্সের মধ্যে কোনো মারণাস্ত্র ঢুকিয়ে রেখেছে কি না সেটি তো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে দেখতেই হয়।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে তিনটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের ছবির আয়না ভাঙা দেখিয়ে এবং সেই তল্লাশিকে বিএনপি নেতারা যেভাবে বাড়িয়ে বলছে সেটা আসলে ১০ ডিসেম্বর তাদের সমাবেশ প্রচণ্ড ‘ফ্লপ’ করার কারণে। যে হাঁকডাক দিয়ে তারা ১০ ডিসেম্বর সমাবেশের ডাক দিয়েছিল সেটার তুলনায় তারা কিছুই করতে পারেনি। ১০ লাখ মানুষের সমাবেশ করবে বলে বড়জোড় ৫০ হাজার মানুষের সমাবেশ করেছে, তাও একটি গরুর হাটের ময়দানে। সেই কারণে মুখ রক্ষার জন্য তারা এখন নানা ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ উপস্থাপনের চেষ্টা করছে।’

‘২৪ ডিসেম্বর বিএনপির গণমিছিলের ডাক দেওয়া একটি দূরভিসন্ধি’ উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, প্রথমত ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মেলন। সে দিন আসলে এ ধরনের গণমিছিলের ডাক দেওয়া দূরভিসন্ধি। যুগপৎ আন্দোলন, যৌথ আন্দোলন -এগুলোর ডাক তারা বিভিন্ন সময়ে দেয়। গত ১৪ বছর ধরে বিভিন্ন সময় তারা এসব ডাক দিয়েছে। কিন্তু তাদের ডাকে জনগণ সাড়া দেয়নি। এবারও যথারীতি তাই হবে বলেন মন্ত্রী।

বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যাংকে মানুষের রাখা আমানতের ওপর সুদের হার কম -এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘ইউরোপের ব্যাংকগুলোতে আমানতের ওপর সুদের হার ১ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি কোনো দেশে ১০ শতাংশ, আবার তুরস্কে ৭০ শতাংশ । তাহলে কি সেখানে ব্যাংকের সুদের হারও ১০% বা ২০% করতে হবে! মূল্যস্ফীতির সাথে ব্যাংকের আমানতের সুদের হার তুলনা রিপোর্ট করা হলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়। আমি মনে করি এটি সমীচীন নয়।’

এর আগে সাংবাদিক মোতাহার হোসেন গ্রন্থিত ‘বঙ্গবন্ধুর তিন প্রজন্মের রাজনীতি’, অনার্য পাবলিকেশন্স লিমিটেড প্রকাশিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম প্রয়াত শিক্ষকের শিক্ষকতাজীবন নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থ ‘অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী স্মারক গ্রন্থ’ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী পর্তুগিজ বংশোদ্ভুত ১৮ শতকের বাঙালি সাহিত্যিক ডিরোজিও’র জীবনভিত্তিক বই 'ডিরোজিও : জীবন ও কর্ম' -এ তিনটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী। প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, লেখক মোতাহার হোসেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

এ সময় হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে কারণ আমরা পৃথিবী থেকে এক সময় সবাই বিদায় নেবো, কে কখন বিদায় নেবে জানি না। জন্মের হয়তো সিরিয়াল আছে কিন্তু মৃত্যুর কোনো সিরিয়াল নাই। কিন্তু বই যারা লেখেন তারা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেন।

#

আকরাম/পাশা/সিরাজ/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৮৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৬ হাজার ৫১৯ জন।

#

কবীর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২২/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৯

**আইসিটি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বর্তমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা আজ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্প, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত), শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কালিয়াকৈর হাইটেক-পার্কসহ অন্যান্য হাইটেক পার্ক উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন, বিজিডি ই-গভ সার্ট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প, লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটি ইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ইমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, কানেক্টেড বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও  সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

সভায় জানানো হয়, নভেম্বর পর্যন্ত আইসিটি বিভাগের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২২ দশমিক ৮৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন ২টি কারিগরিসহ মোট ২৮টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ৫৯৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

প্রতিমন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

#

শহিদুল /অনসূয়া/পরীক্ষিত/ডালিয়া/শাম্মী/ইমা/২০২২/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৮

**চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে সরকার কাজ করছে**

**-বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

নরসিংদী, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

আজ নরসিংদীর শাহেপ্রতাপে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউটের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে একথা জানান তিনি। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোঃ ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সুনাম ছিল। বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও তাঁত শিল্পীরা এ দেশের বস্ত্রশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। হস্তচালিত তাঁতশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ কুটিরশিল্প। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের আধুনিকায়নে বিভিন্ন কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশে ও বিদেশে তাঁতজাত পণ্যের ব্যাপক প্রসারে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের জন্য দেশের বিভিন্ন তাঁতসমৃদ্ধ অঞ্চলে ফ্যাশন ডিজাইন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে চাকুরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান।

গোলাম দস্তগীর গাজী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ কে সামনে রেখে সরকার তাঁত ও বস্ত্রখাতে নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে এখাতকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ ও কর্মংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁতশিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে সরকার।

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৪৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৭

**বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে যথাযথ বিধিমালা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এর বিধি ৩ অনুযায়ী ‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদবিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে।

জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে অনেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন, যা জাতীয় পতাকার অবমাননার শামিল।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/কলি/শামীম/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৬

**শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। আমি শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ সকল শহিদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশের আপামর জনসাধারণকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় পাকিস্তানের দোসর জামাতসহ ধর্মান্ধ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। তারা রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী গঠন করে পাক হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করার পাশাপাশি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ লুটতরাজ করে। বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে তারা দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াসউদ্দিন, ডা. ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ আরো অনেকে। স্বাধীনতা বিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পরাজয়ের জঘন্যতম প্রতিশোধ নেয়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করাই ছিল এ হত্যাযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য।

মহান মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তমনা, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ, সংখ্যালঘুদের হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন চালায়। এই সন্ত্রাসী-জঙ্গিগোষ্ঠী ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে দেশব্যাপী আগুন সন্ত্রাস চালায়, মানুষ পুড়িয়ে মারে এবং পরিকল্পিত নাশকতা চালায়। এখনও নানাভাবে তারা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী মানবতাবিরোধী- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে। বিচার চলমান রয়েছে এবং অনেকগুলো বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। এসব রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মা শান্তি পেয়েছে। দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হচ্ছে। এই কুখ্যাত মানবতাবিরোধীদের যারা লালন-পালন ও রক্ষার চেষ্টা করছে, তাদেরও একদিন বিচার হবে, ইনশাল্লাহ। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ বাঙালি জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমি দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে '৭১-এর ঘাতক, মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী জামাত-মৌলবাদীচক্র এবং গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির যে কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করে দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বপালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

শাওন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১০২৮ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৫

**শহিদ বুদ্ধিজীবী** **দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বর ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আজ ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ বহু গুণীজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি জাতির সূর্যসন্তান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি। আমি শহিদ পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে সাথে গোটা জাতি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে চূড়ান্ত বিজয়। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মেধা ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি এবং যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারকে বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে অসামান্য অবদান রাখেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। ২৫ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়েই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। তবে বিজয়ের প্রাক্কালে এ হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ নেয়। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রেখে যাওয়া আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে পারলেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের ত্যাগ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমি প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিত/ডালিয়া/শাম্মী/ইমা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ